RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

Searsole Rajbari, Paschim Bardhaman

Name:- Dipali Bauri

Semester:- 6th (BA 3rd year)

Roll No:- 441

BA Honours in political science

Registration No:- KNUREG1811300054 7

University Roll NO:- 113180612103 4006

PROJECT WORK:- Case-14

Bhimrao Ambedkar's concept of social justice

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাষ্ট্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকল্পে রাশিয়াতের কোনো রূপ সামাজিক ধারণা না থাকলে ও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক 'সুবোধ প্রসাদ রজক' - এর কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ পাওয়ায় এই কাজে আমি অনুপ্রাণিত হই এবং সাফল্যের সঙ্গে এই কাজটি সম্পূর্ণ করি।

এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষক - শিক্ষিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের তারাও বিভিন্ন ভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য করেছে।

ছাত্রীর স্বাক্ষর
দীপালী বাউরী

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সারাংশ

ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন ড: বি আর আম্বেদকর। সমকালীন ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে বিরল প্রতিভার এই মানুষটি আজীবন লড়াই করে গেছেন। যে সব সমস্যা এই আকাঙ্ক্ষাশীল রাষ্ট্রনেতাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল তার মধ্যে দলিত ও অস্পৃশ্যদের মুক্তির প্রশ্নটা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শৈশব থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা জাতপাত ব্যবস্থায় হল সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ। তাই তিনি সামাজিক অধিকার, সাম্য, ন্যায়, স্বাধীনতা, ইত্যাদি মূল্যবোধ গুলি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে জরুরি বলে মনে করেন। তিনি শুধুমাত্র শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত দলিতদের আশ্বাসবাণী শোনান নি, তারা যাতে প্রকৃতই অধিকার ও ন্যায় বিচার ভোগ করতে পারে তার সুব্যবস্থা করে দিলেন। প্রস্তুত গবেষণা নিবন্ধটিতে তারই সামান্য প্রতিফলন রয়েছে

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা:
১ ভূমিকা	1-5
২ পরিচিতি	6
৩ ভীমরাও আম্বেদকরের সমাজের প্রতি ধারণা	7-11
৪ সামাজিক সংস্কার আইনের প্রস্তাব।	12-17
৫ নিপীড়িত জনগোষ্ঠী সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করার প্রস্তাব	17-21
৬ হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের মূল যুক্তি সমালোচনা	22-24
৭ লক্ষ্য	25
৮ methodology	26
৯ উপসংহার	27
১০ তথ্যসূত্র	28

ভূমিকা

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ১৮৯১ সালে ১৪ই এপ্রিল মহারাষ্ট্রের এক দরিদ্র মাহার (অস্পৃশ্য) পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় সমাজে জাত-পাতের ভেদাভেদ ছিল অত্যন্ত একটা প্রকট। হিন্দু ধর্মের 'চতুর্বর্ণ প্রথা' এবং অস্পৃশ্যতা সমাজকে কলুষিত করে অস্পৃশ্য পশ্চাদপদ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তাঁদের সকলের সাথে খেলাধুলা করা, পুকুরের জল খাওয়া, মন্দির দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ ছিল। সমাজে একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন ও অচ্ছুৎ করে রাখার এক অদ্ভুত বিধি নিয়ম হিন্দু সমাজে চালু ছিল। হিন্দু সমাজের এরূপ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছেন বি.আর. আম্বেদকর। তিনি সমাজের অস্পৃশ্য মানুষের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন দলিত আন্দোলনের পুরোধা, একজন জাতীয়তাবাদী এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা।

ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় আম্বেদকরের আগ্রহ ছিল খুব বেশি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন একটি স্থানীয় মারাঠি বিদ্যালয়ে। তারপর সাতারায় একটি সরকারী বিদ্যালয় থেকে স্কুল শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১২ সালে বোম্বাই এর এলফিনস্টোন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর ১৯১৩ সালে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯১৬ সালে স্নাতকোত্তর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। তার গবেষণার বিষয় হল - The National Divident for India: A Historical and Analytical Study. ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স' এ তিনি ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ডি.এস.সি উপাধি লাভ করেন। অর্থনীতিতে ডি.এস.সি উপাধি পান যে বিষয়টি রচনার জন্য তা হল 'The problem of the Rupee- Its Origin and Its Solution' পরবর্তী কালে তিনি লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং আইনের পেশায় নিযুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে পড়েন।

দলিত পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর স্কুলের ক্লাসে উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সঙ্গে একসারিতে বসার অনুমতি দিল না, তাঁকে বসতে দেওয়া হত ক্লাসের বাইরে মেঝেতে। তার জল তেষ্টা পেলে জলের পাত্র স্পর্শ করার অধিকার দিল না। অল্প বয়স থেকেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে উচ্চ বর্ণের নিপীড়ন, বঞ্চনা ও পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়ার একথা উপলব্ধি করেন যে নানারকম সামাজিক অবিচারের উৎস হল ভারতের জাত ব্যবস্থা। সেই কারণেই তিনি ভারতের জাত ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত নানা অবিচারের বিরুদ্ধে সারা জীবন নিরলস ভাবে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি ভারতের নিপীড়িত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমস্যাকে শুধু তাত্ত্বিক আকারে উপস্থাপিত করেননি, তার ব্যবহারিক রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন।

ভারতের জাত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের লড়াই-এর একটি দিক হল ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম, তার বর্ণভেদ ব্যবস্থা ও জাতপাত ব্যবস্থার বিরোধীতা।

তাঁর মতে হিন্দু সমাজের উন্নত মূল্যবোধ, মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার মতো সদ্‌গুণ থাকলেও সামাজিক সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব সকল মানুষের ছিল না। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সমূহ অনুশীলন ও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছিলেন কি ভাবে জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের দেওয়াল তৈরী করেছে। তিনি মনে করতেন ভারতের জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে শোষণমূলক সামাজিক স্তর বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরণের সামাজিক স্তর বিন্যাস সামাজিক জীবন যাপনের তথা জনজীবনের ক্ষেত্রে বেশ্যাক ক্ষতিকর। কারণ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক বিধি নিষেধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ও প্রবণতা পদদলিত হয়। এই কারণে আম্বেদকর জাতিভেদ প্রথার অবসান কাম্য বলে মনে করতেন।

আম্বেদকর হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ পদ্ধতি বা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার তীব্র ~~ব্যবস্থার~~ বিরোধীতা করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দু সমাজের অবনতির মূল কারণ হল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। তিনি মনে করেন হিন্দু বর্ণ গোষ্ঠীর বাইরে থাকা ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বীকৃতি না থাকায় তাদের ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হয়।

এই বর্ণ হিন্দু সংখ্যক মানুষকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয় এবং তাদের ওপর অসামাজিক আচরণ করা হয়, এই অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে গ্রাম বা শহরে সম্পূর্ণ পৃথক এলাকায় বসবাস করতে হয়। এরা সব আদিবাসীদের ব্যবহৃত কূপ, স্নানের ঘাট ইত্যাদি ব্যবহার করার কোনো সুযোগ ছিল না। কেননা এগুলি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যবহার করত। এমনকি পড়াশোনা করার বা মন্দিরে ঢোকার অধিকার ও তাদের ছিল না। এক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। ফলে তাদের জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনা সমূহের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে দলিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এই অস্পৃশ্য বা দলিত সম্প্রদায়ের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার সমূহ আদায় করা আবশ্যিক, অন্য সকল সম্প্রদায়ের মতো এদেরও সমানাধিকার সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এর জন্য আবশ্যিক হিন্দু সমাজের মৌলিক সংস্কার সাধন। ~~সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য আম্বেদকর~~

পরিচিত

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর যিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেও পরিচিত, তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনি বাবা সাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতে দলিত আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। ইনি ভারতের অন্যতম প্রবোধা, ইনি ভারতের সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা। ২০১২ সালে হিস্ট্রি টি.ভি আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের ভোটের দ্বারা তিনি "শ্রেষ্ঠ ভারতীয়" ও নির্বাচিত হন,

Vim raow ambedkar-এর সামাজিক ধারণা ঃ=

তিনি ১৮৯১ সালে মহারাষ্ট্রের এক অস্পৃশ্য (মাহার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন সমাজে তথা শিক্ষা জীবনেও তাকে প্রবল অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্কুল জীবনে সামান্য জল পানের জন্য বৈষম্য। অর্থাৎ স্কুলে জল খেতে গেলে এক অশিক্ষিত কর্মী তাকে কিছুটা উপর থেকে জল দিতেন। আবার তিনি উপস্থিত না থাকলে সেদিন তার তৃষ্ণা মিটতো না। এই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন সমাজ থেকে কুসংস্কার, বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতাকে দূর করে এক সাম্য, ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে সকলেই সমান ও স্বাধীন ভাবে নিজের জীবন যাপন করতে পারবে। এর পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ সালে বিদেশ থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশে ফিরে তিনি অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে (সাউথবোরো কমিটি) তে যোগদান করে দলিত নেতা হিসেবে পরিচিতিলাভ করেন, এরপর ১৯২৪ সালে ২০ জুলাই সামাজিক ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমাজের অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধীর বিচার বিরোধীতা করে বলেন যে খাদি আন্দোলন ও হিন্দু মুসলিম ঐক্য নিয়ে গান্ধী যতটা আগ্রহী ও অস্পৃশ্যতা নিয়ে ততটা আন্তরিক নয়

আবার ওঁর 'স্কুল জীবনে জল বৈষম্যের কারণেই হয়তো 'জল ও এক জলাশয় থেকে সকলের জলপান' একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন হয়ে ওঠার ইন্ধন জুগিয়েছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সম্মুখ দীর্ঘ না পাওয়া সত্ত্বেও সেই সময় মহারাষ্ট্রের কোলাবা (থুনা) জেলার মাহার শহরের এক জলাশয় বা কুঁয়ো থেকে সমাজের সকলের জলপান করার অনুমতি দিল না। অর্থাৎ এই প্রকার সামাজিক বৈষম্যকে দূর করার জন্য আম্বেদকরের নেতৃত্ব শুরু হয়েছে ১৯২৭ সালের ২০ মার্চ অব্রাহ্মণ তথা অস্পৃশ্যদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সামাজিক মহা সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে থানে, রত্নাগিরি, বোম্বাই, কোলাবা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৩০০০ অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ যোগদান করেছিল। এক প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আম্বেদকর বক্তৃতা শেষ সকলকে নিয়ে তিনি মাহাদ শহরের 'চৌদার জলাশয়' থেকে জল পান করে আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা শতাব্দী প্রাচীন বৈষম্যের প্রথা কে তুলে দিয়েছিলেন। এই অভিযানকে 'মাহাদ সত্যাগ্রহ' বলা হত। এছাড়াও এই সম্মেলনে বক্তাদের দ্বারা হিন্দুদের শতাব্দী প্রাচীন

বৈষম্যের প্রথা কে তুলে দিয়েছিলেন। এই অভিযানকে 'মাহাদ সত্যাগ্রহ' ও বলা হত, এছাড়াও এই সম্মেলনে বক্তাদের দ্বারা হিন্দুদের শতাব্দী প্রাচীন

আম্বেদকর মনে করেছিলেন এই অস্পৃশ্য বা অবদমিত শ্রেণীরা সমাজে নানা ভাবে বিভক্ত, তাদের একত্রিত করে একত্রের মানোন্নয়ন না তুলতে না পারলে সমাজে কোনো দিনই সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এই কারণে তিনি নিজ উদ্যোগে একান্ত প্রচেষ্টায় 'মূক নায়ক', 'বহিষ্কৃত ভারত' এবং জনতা নামক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, এবং তিনি সারা জীবন লক্ষ্য লক্ষ্য অবদমিত মানুষের ন্যায় বিচার, সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে তাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান বোধ প্রতিষ্ঠা না হলে কোনোদিনই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়।

জাতির অগ্রগতি বিনষ্ট হচ্ছে - এ প্রসঙ্গে, "Unless you change your social order you can achive little by way of Progress" by ambedkar.. তিনি বৈপ্লবিক ভাবে ব্যক্তির মাধ্যমে এই জাতিগত প্রতিষ্ঠানকে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন।

আর্য সমাজে তিনটি বর্ণ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যা পরবর্তী কালে শ্রেণী সংঘাতের ফলে দুর্বল ক্ষত্রিয় শ্রেণীর একাংশ অনার্যের মধ্যে যুক্ত হয়ে ভেদাভেদকারী নিম্নশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। বলা যেতে পারে, তিনি চাণে বেদের সমাজে কর্মের বিভাজন জন্মগত ভাবে নয় গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

সমাজে বাবহারিক হিংসা, সামাজিক বৈষম্য এবং বিভাজনের শিকার হতে হয় সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের, এই কারণে তিনি চেয়েছিলেন এই পিছিয়ে শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক চেতনার ও ঐক্যের জাগরন করতে, যাতে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ চেতনার জাতি করন ঘটবে। এই সমস্ত কারণেই নাগপুরে সর্ব প্রথম ভারতীয় সম্মেলন- অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালে, যেখানে আম্বেদকর এর ভাষণবৃত্তি রাষ্ট্রব্যাপি ছিল এইরকম যে উচ্চ জাতের হিন্দু কখনোই অস্পৃশ্যদের সমস্যাঅনুধাবন করতে পারবে না।

এছাড়া তিনি ধারণা করেছিলেন যে সামাজিক অগ্রগতি তথা সামাজিক সংস্কার, ন্যায় বিচার এবং জাতির আত্ম- মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি জনগণের শিক্ষা তথা সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়ে সমাজের অবহেলিত অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সামাজিক অগ্রগতি। সমাজে পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার করলে মানুষের মধ্যে ~~আত্মচেতনা~~ তথা উন্নয়ন ঘটবে,

সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য আম্বেদকরের প্রস্তাব গুলি হল :—

① দলিতদের অবশ্যই গর্ব, মর্যাদা ও আত্ম সম্মানের অধিকারী হতে হবে। অতীতের সঙ্গে সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্যতামূলক কাজের সঙ্গে তাদের অবশ্যই যোগছিন্ন করতে হবে যেমন— মলমূত্র পরিষ্কার, ময়লা পরিষ্কার, মৃতদেহ সৎকার, মৃত পশুকে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

② দলিতরা সরকারের সমস্ত নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবে। আম্বেদকর (১৯৩০-৩২) সালে গোলটেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানান। পরবর্তী সময়ে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য ~~পৃথক অবশ্যই~~ পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য অস্পৃশ্য রাষ্ট্রের দাবি জানান। আম্বেদকরের মূল বক্তব্য হল— অস্পৃশ্যদেরকে অবশ্যই সংখ্যালঘু হিসাবে এবং একটি পৃথক জনসমাজ হিসাবে দেখা হবে। তারা নিজেদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের কাছে নিজেদের পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

③ দলিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা দূর হবে এবং তাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

(4) হিন্দু সমাজে জাতপাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি করতে হবে। তিনি দাবি করেন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পুরোহিত হিসাবে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম যে কোনো জাতের যে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষই করতে পারবে।

(5) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত জনগণের কল্যাণ সাধিত করা। এর জন্য সরকারের কাজ হল সমাজের যে অংশ সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করা, এই সমস্ত জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনিশ্চিত হবে।

আম্বেদকরের বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। আর সে কারণে তিনি একদিকে সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হন অন্যদিকে অস্পৃশ্য ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের সংস্কারকালে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি দাবি করেন। ১৯১৭ সালে জানুয়ারী মাসে একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন — "Home Rule is the birth right as much of the mahars as of the Brahmins" ১৯২০ সালে নাগপুরে সর্বপ্রথম

অস্পৃশ্যদের জন্য সর্ব ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করেন — একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু কখনোই অস্পৃশ্যদের সমস্যা অনুধাবন করতে করতে পারেনা, প্রতিবিধান তো দূরের কথা।

১৯২৩ সালে বোম্বের প্রাদেশিক আইন সভায় বোলে প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বসাধারণের ব্যবহৃত কূপ- পুকুর বা স্নানের ঘাট, ধর্মশালা বিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় অস্পৃশ্যদের অধিকার স্বীকৃত হয়।

১৯২৪ সালে অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জনসম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে তিনি গঠন করেন 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'। এই সভার উদ্যোগে অস্পৃশ্য ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক ছাত্রাবাস, পাঠাগার, মাহার হকি ক্লাব প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে অস্পৃশ্য শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে একটি মারাঠী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়কালে অনুষ্ঠিত মাহার সম্মেলনে আম্বেদকর প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ডাক দেন এবং জনমত গঠনে সফল হন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'র বিধানের বিরোধীতা করেন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯২৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর প্রকাশ্যে মনুস্মৃতির কপি পোড়ান।

১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে আম্বেদকর যোগদান করেন। এই বৈঠক গুলিতে তিনি দলিতদের জন্য আলাদা সংস্থা পৃথক আসন সংরক্ষণের কথা বলেন। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় (Communal Award) অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণের বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতির ফলে হিন্দু সমাজের স্থায়ী ভাঙনের আশঙ্কায় গান্ধিজী আমরণ অনশন শুরু করেন। গান্ধীজির জীবনের প্রশ্নে আম্বেদকরকে নৈতিক চাপের মধ্যে পড়তে হয় এবং পুনা চুক্তি অনুযায়ী আপোষ রক্ষায় সম্মত হন। এই চুক্তি অনুযায়ী অবদমিত শ্রেণী সমূহকে বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা হয় এবং যৌথ নির্বাচন ক্ষেত্রে তফসিলি জাতিদের জন্য স্বতন্ত্র সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয় এই ঘটনা আম্বেদকরের এর জীবনে নতুন পথের সূচনা করেছিলো।

অস্পৃশ্যদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে এবং তাদের ভারতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসাবে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বাধীন শ্রমিক দল' (Independent Labour Party). তিনি ১৯৪২ সালে অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (All india Scheduled Caste Federation) গঠনকালে

তফসিলি জাতিসমূহের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণের জন্য ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদে আম্বেদকরকে জায়গা দেওয়া হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে ২৯শে আগস্ট। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড: বি. আম্বেদকর। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী।

সংবিধানের প্রণেতা হিসাবে তিনি এদেশে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার চেষ্টা করেন। স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্য জাতির সমানাধিকার তথা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আম্বেদকরের এর উদ্যম অব্যাহত ছিল। তাঁর মতে ন্যায় বিচারের অর্থ হল সমদর্শিতা যার প্রকাশ ঘটে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাম্যের মাধ্যমে। আম্বেদকর তাঁর দর্শনে সাম্য, স্বাধীনতা, ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তিনটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে তিনি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সাম্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, " If all man are equal, all men are same essence and the Common essence entitled them to the same fundamental rights and to equal liberty." তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল " Right of choice"

অর্থাৎ যা কিছুই করা হোক না কেন নিজের পছন্দমত প্রাপ্তি বা বিক্রয় করে নেওয়াই হল স্বাধীনতার আসল প্রমাণ। আম্বেদকর তাই স্বাধীনতার অন্তর্গত বিশেষ যে কয়েকটি কয়টি উপাদান আবশ্যিক বলে মনে করেন তা হল শরীর ধারণ ও জীবন রক্ষার অধিকার, অবাধে চলা ফেরার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল তার কাছে এক পবিত্র বিষয়। মানবতাও তাঁর উপর আবার হল সাম্রাজ্য, তিনি বলেছেন, " Fraternity is the name for disposition of an individual to treat men as the object for of reverence or love and the desire to be in Unity with fellow beings." অস্পৃশ্যদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ~~তিনি~~ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যেমন — (i) নিপীড়িত জনগোষ্ঠীগুলির জাতীয়তাবোধের জন্য সকলের সাথে একত্র ব্যবহারের অনুমতিপ্রদান। (ii) উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে বেমার খাটা প্রথার প্রদান। (iii) হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার প্রদান। (iv) অস্পৃশ্যদের শিক্ষার বিস্তার ও ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(v) সামরিকবাহিনীর বাহিনীতে চাকুরি ব্যবস্থা গ্রহণ

(vi) ব্যাপকভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা।

(vii) সুস্থ জীবন যাপনের জন্য যথোপযুক্ত চাকুরি প্রদান,

(viii) বিভিন্ন সরকারি কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

(ix) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। (x) উচ্চ বর্ণের লোকেরা যুগ যুগ ধরে যে বৈষম্য করে এসেছে তার ক্ষতি পূরণ হিসাবে উচ্চবর্ণের লোকেদের প্রতি পাল্টা বৈষম্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সামাজিক সাম্য গড়া ও প্রতিষ্ঠার জন্য আম্বেদকর দীর্ঘ লড়াই করেছেন। তার সেই লড়াই এর প্রতিফলন ঘটে, সংবিধানের বিভিন্ন ধারায়, যেমন – ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার

১৫নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সম সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী – পুরুষ, জন্মস্থান ভেদে – বা তাদের কোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না।

১৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারী কাজের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য করা যাবে না। এই একই ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে

করলে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারী পদ বা চাকুরীর জন্য সংরক্ষণ করতে পারে।

১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপ সাধন করা হয়েছে। এই ধারার উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন (The Untoucha bility Offence Act, 1955) পাশ করেছে। তারপর আইনটির কিছু সংশোধন করা হয়। এই আইনটির বর্তমান নাম হল — Protection of civil Right Act, 1976. এই আইনে অপরাধীর অধিকতর কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য বিশেষ অধিকার ও আদালতের কথা বলা হয়। এই অধিকারের উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য সমমর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২৩(১) নং ধারায় মানুষ ক্রয় বিক্রয়, বেগার খাটানো বা অনুরূপ বলপূর্বক শ্রমদানে ~~বাধ্য~~ করা বাধ্য করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির ৩৯নং অনুচ্ছেদে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমান সুযোগ এবং একই কাজের জন্য সমান মজুরীর কথা বলা হয়েছে।

৪৬ নং ধারায় বলা হয়েছে — রাষ্ট্র দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায় গুলির বিশেষত তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি গুলির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতি সাধন এবং সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার

শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে।

২৬৪(৩) ধারা অনুসারে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্য তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণ সাধনের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

আবার তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভায় এবং সরকারি সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন বা পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

- ৩৩০ নং ধারা অনুযায়ী লোক সভায় তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩৩২ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধান সভায় তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩৩৩ নং ধারায় বলা হয়েছে প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার করতে পারে।
- ৩৩৮ নং ধারা অনুযায়ী তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

এরপর উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত হল ১৯৫১ সালে হিন্দু কোডবিল (Hindu Code Bill) সংক্রান্ত বিতর্ক। এই বিল পাশ করানোর সময় হিন্দু রক্ষণশীলদের প্রবল বিরোধিতার কারণে তিনি নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর নিজের সংগঠন "সারা ভারত তফসিলি জাতি সংঘ" (All India Scheduled Caste Federation) - এর পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হন, কিন্তু জয়লাভ করতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর তফসিলি জাতি সম্প্রদায়কে নিয়ে বৌদ্ধধর্মের পথে অগ্রসর হন। ১৯৫৬ সালে যেখানে কয়েক লক্ষ তফসিলি জাতি মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে আম্বেদকর উক্তি করেন - "By discarding my ancient religion which stood for inequality and oppression today I am reborn." এই ভাবে অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের একটি পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারের মূল যুক্তি সমালোচনা কর।

হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারের মূল যুক্তি বা সমালোচনা ছিল নিম্নরূপ।

(i) হিন্দু ধর্ম হল বর্ণভিত্তিক সাম্প্রদায়বাদী ধর্ম। হিন্দু ধর্মের এমন প্রকৃতিই হিন্দুসমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ।

(ii) হিন্দু ধর্ম বর্ণগোষ্ঠীর বাইরে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দিয়ে কেবল বর্ণগোষ্ঠী কেই স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে স্বাধীনতা খর্ব হয়।

(iii) হিন্দু ধর্ম সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষকে 'অস্পৃশ্য' বলে গণ্য করে। হিন্দু ধর্মের তরফে সমাজের কিছু মানুষকে এইভাবে গণ্য করা শুধু অন্যায়ই নয়, অমানবিক কাজ।

(iv) হিন্দু ধর্মে স্বীকৃতি পায় বর্ণ ও জাতের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব। এর ফলে হিন্দুরা একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত হতে পারেনি।

(v) হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে, বেদ হচ্ছে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। বেদ সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের এমন বিশ্বাস শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অযথার্থ বা অযৌক্তিক বিশ্বাসও।

পরিশেষে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অন্যান্য কয়েকটি সমালোচনা হল যে, হিন্দু ধর্ম গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেয়। তন্ত্রের সাহায্যে

বাস্তবের অসমতাকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত করে। পেশার ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা সমাজে শ্রেণী বিভাজনের মতো অসাম্যের ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে এবং বর্ণ ও জাতির ভিত্তিতে স্তর বিন্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, সামাজিক সচলতার পথকে রুদ্ধ করে ইত্যাদি।

লক্ষ্য

বোম্বে হাইকোর্টে চর্চারত অবস্থায় আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত করে তুলতে অতিবেগের মত দৌড়েছিলেন। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে তার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা ছিলো " বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা "। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, আর্থ - সামাজিক উন্নয়ন এবং দুঃস্থগণ ও অন্ত্যজ জাতির উন্নতির জন্য কাজ করেন। ১৯২৭ সালে আম্বেদকর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গণ আন্দোলন শুরু করেন এবং সুপেয় পানির উৎস দাবে সংগ্রাম চালিয়ে যান (উল্লেখ্য সেসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে নিম্ন বর্ণের প্রবেশের অধিকার ছিল না) মহাদ সত্যাগ্রহ নামের অস্পৃশ্যদের (অন্ত্যজ জাতির) জন্য সংগ্রাম করে সুপেয় পানি পানের অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাকে ১৯২৫ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটিতে নিয়োগ করা হয়েছিল যাতে করে তিনি সকল ইউরোপীয় সাইমন কমিশনের সাথে কাজ করতে পারেন। সমগ্র ভারত জুড়ে স্ফুলিঙ্গের আকারে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন এই আলোচনাটি অধিকাংশ ভারতীয় কর্তৃক উপেক্ষিত হয়, আম্বেদকর নিজে ভারতের ~~প্রতিবি~~ ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি পৃথক সুপারিশ নামা প্রণয়ন করেন।

Methodology | পদ্ধতি

ভীম রাও আম্বেদকর এর সামাজিক ন্যায় প্রকল্পটিতে আমি যে সব তথ্য দিয়েছি, সেই সব তথ্য আমি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি। তাই এই প্রকল্পের যাবতীয় তথ্যগুলি মাধ্যমিক তথ্য বা Secondary Data.

উপসংহার

ডঃ আম্বেদকর সারা জীবন জাত পাত সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদ আধিপত্যবাদী হিন্দু — ধর্ম দর্শনের বিরোধিতার পাশাপাশি জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, অস্পৃশ্য দলিত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে তিনি তাদের তুলে দিলেন বিভিন্ন সংগঠন। তিনি তৎকালীন অসাড় মানুষের জাতিকে সংগঠিত করেছিলেন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তাঁর সামাজিক অবিচার বিরোধী লড়াই অব্যাহত ছিল। তিনি ভারতীয় সংবিধান রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আর এই জন্য ডঃ আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। তাঁর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার।

তথ্যসূত্র

ভীম রাও আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায় ধারনা প্রকল্পটি আমি ইন্টারনেট সাহায্য নিয়ে আর আমাদের মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রবীন শিক্ষক সুবোধ প্রসাদ রজক - এর সাহায্যে ও আরো অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকার সাহায্যের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি তৈরি করতে পেরেছি।